নাহিদ কবির কাকলির গান :
ভয় হতে তব অভয় মাঝে

ভজন সরকার

একটা নিমগ্ন সন্ধ্যা কেটে গেলো আকণ্ঠ ডুবে থেকে রবীন্দ্রনাথের গানে । এমন বিশুদ্ধ সুর আর উচ্চারনে ঋদ্ধ -যেনো কথাগুলো মনের গভীরতম স্থান থেকে উৎসরিত । এ ভাবে অনুভূবের গভীরকে ছুঁয়ে যায় এমন রবীন্দ্রনাথের গান আজকাল আর তেমন শোনা যায় না । না এপারে বাংলাদেশে- না ওপারে পশ্চিম বঙ্গে । যেখানে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া একটা ফ্যাশানে পরিনত হয়েছে অভিজাত মহলে । রবীন্দ্রনাথের গান যেনো অনেকের কাছেই আভিজাত্যের ছোঁয়া নেবার আকাংখা । অথচ রবীন্দ্রনাথের গান তো এক ধরনের প্রাথর্নাই । কথা আর সুরের ভেতর ডুবে থেকে একেবারে প্রাণের ভেতর থেকে বের করে আনার বিষয় । যদিও এটা আমাদের সময়ের শোচনীয় দুর্ভাগ্য যে, সংগীতকে আজ আধুনিকতার নামে উৎকট চিৎকার -চেচামেচি আর কোলাহলের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে । আর এই পরিবর্তনের নামে বিকৃতির অপচেষ্টা থেকে রেহাই পায় নি রবীঠাকুরের গানও । তাই বিশুদ্ধ সুর আর তালের কথা না হয় বাদই দিলাম,গানের কথাগুলোও ঠিক-ঠাক উচ্চারণ করতে পারেন না- এমন শিল্পিরাও বাংলাদেশে জনপ্রিয়তার প্রথম সারিতে । এর পেছনেও বিশ্বায়ন নামের ভয়াবহ সেই বানিজ্যিককরণ । গান আর শিল্পি যেনো প্রদ র্শনের সামগ্রী । যে সংবেদনশীলতা, অনুশীলন আর নিষ্ঠা সংগীতের প্রাণ, তার তীব্র অভাব সবখানেই । তাই বাংলাদেশে কেন, দুই বঙ্গেই বিশুদ্ধ সংগীত ঘরানার মান বেশ নিম্ন, এবং ক্রমশ নিম্নগামী ।

আর বাংলাদেশে রবীঠাকুরের গানের সেই বিশুদ্ধ ঘরানার অন্যতম দুই শিল্পি প্রয়াত ওয়াহিদুল হক আর মিতা হক । রবীন্দ্র সংগীতের এক অত্যুজ্জ্বল অতীত প্রয়াত ওয়াহিদুল হকের কথা না হয় বাদই দিলাম । গান বিশেষত রবীঠাকুরের গান যে প্রাণের প্রাথর্না মিতা হকের গান যত বার শুনি , বারবার সে কথাই মনে হয় । সেই মিতা হকের স্নেহ ধন্যা আর যোগ্যা উত্তরসূরী এই শিল্পি । বাংলাদেশের অনেকের কাছেই আজ ততটা পরিচিত নয় সে নাম । কারণ, প্রবাসী প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথের গান যার প্রাত্যহিক জীবন যাপন -সেই গুনী শিল্পি নাহিদ কবির কাকলি । অনেক দিন থেকেই টরন্টোতে আছেন । প্রবাস জীবনের শত প্রতিকূলতাও যাকে এক বিন্দু টলাতে পারে নি গান আর সুরের ভেতর দিয়ে নিজের জীবনকে দেখতে ।

নাহিদ কবির কাকলির গাওয়া সদ্য প্রকাশিত রবীন্দ্র নাথের গানের সিডি- **ভয় হতে তব অভয় মাঝে** । পূজা আর প্রকৃতি পর্বের গান দিয়েই মূলত সাজানো হয়েছে কাকলির গানের ডালি। গান নির্বাচন থেকে শুরু করে সুর আর কথার সমন্বিত সংযোজনা সবখানেই আরও কয়েকজন গুনীলোকের ছোঁয়া আছে এই সিডিটিতে । যেমন সংগীত পরিচালনা করেছেন কোলকাতার আরেক গুনী সংগীতজ্ঞ শুভায়ূ মজুমদার । শান্তি নিকেতনের প্রাক্তন আচার্য আর বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীতগুরু শৈলজারঞ্জন মজুমদারের ভাইয়ের ছেলে । আর সে পরিচয়কে ছাপিয়ে শুভায়ূ মজুমদার আজ নিজের নামেই বিখ্যাত । সমস্ত সিডিটির সার্বিক তত্বাবধান করেছেন বাংলাদেশের আরেক বিখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পি আর রবীন্দ্র সংগীতের শিক্ষক নীলোৎপল সাধ্য । আর একটি চমৎকার মুখবন্ধন লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের গান তথা বাংলা গানের আরেক জীবন্ত কিংবদন্তি সমালোচক আর বোদ্ধা ডঃ করুনাময় গোস্বামী । পরিবেশনার দায়িত্বে আছেন ঢাকার আজিজ সুপার মার্কেটের সুরের মেলা ।

আর নাহিদ কবির কাকলি যে উত্তরাধিকারকে বয়ে চলেছেন নিজের ভেতরে সেটা থেকেও এক বিপুল সৃষ্টিশীলতার প্রত্যাশা জন্ম নেয় । বাবা বিশিষ্ট যন্ত্রসংগীত শিল্পি আর শিক্ষক । হাওয়াইয়ান গিটার-কে যিনি শুধু জনপ্রিয়ই নয় বরং ছড়িয়ে দিয়েছেন সমস্ত বাংলাদেশে । সেই প্রবীন সংগীতজ্ঞ এনামূল কবিরের সুযোগ্যা কন্যার কাছ থেকে বিশিষ্ট কিছুর প্রত্যাশা তেমন অপ্রত্যাশিত ছিল না । ওয়াহিদুল হকের নিজ হাতে গড়া সংগঠন আনন্দধ্বনির প্রাক্তন ছাত্রী নাহিদ কবির কাকলির এটা প্রথম সিডি । একটু দেরীতে হলেও কাকলি জনপ্রিয়তা আর ভালবাসায় স্থান করে নেবেন সংগীত অনুরাগী বিশেষত রবীন্দ্র সংগীতপ্রেমী মানুষের অন্তরে ।

পূজা বা প্রার্থনা পর্বের নয়টি আর প্রকৃতি পর্বের তিনটি -মোট বারোটি গান আছে এই সিডিটিতে। গান নির্বাচনেও আছে বিশিষ্টতার ছোঁয়া । প্রকৃতি আর পূজা পর্বের যে গানগুলোর অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটছে -তা এক অনূপম সুর মধুরতায় বাঁধা । একে একে যখন নাহিদ কবির কাকলি গেয়ে যান -ভয় হতে তব অভয় মাঝে,দাঁড়াও আমার আঁখির আগে,আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে, তাই তোমার আনন্দ আমার পর,সহসা ডাল-পালা যে উতলা যে,আগুনের পরশ মনি ছোঁয়াও প্রাণে, ফিরে চল মাটির টানে । তারপরের গানেই থমকে দাঁড়াতে হয় । পথে চলে যেতে যেতে- শিল্পি এমন নিমগ্ন চিত্তে গানটি গেয়েছেন যে প্রাণের ভেতরে কখন কোথায় যেনো এক গভীর ব্যথা জমে উঠে । শিল্পির মনের ভেতর থেকে নিসৃত কথা আর সুরের মায়াজালে সে ব্যথায় চোখের পাতা ভিজে যায় অবচেতন মনে । হারিয়ে যাওয়া ,চলে যাওয়া কিংবা ফেলে আসা মানুষগুলোর প্রতি আত্মার গভীরের যে টান সেখানটাই নাড়িয়ে দেয় নাহিদ কবির কাকলির এই অসম্ভব সুন্দর আর দরদ দিয়ে গাওয়া এই গানটি । এই আমি, ফেলে আসা সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোতে পঙ্কজ মল্লিকের ‘ এমন দিনে তারে বলা যায় ’ গানটি শুনে কেঁদেছিলাম একাকি এক মূষলধারার বর্ষার দিনে । অনেক দিন পর কাকলির পথে চলে যেতে যেতে গানটি শুনে আবার দু’চোখের পাতা ভিজে

গড়িয়ে পড়লো বেদনার অশ্রু অসংখ্য প্রিয় মানুষদের বিরহে । নাহিদ কবির কাকলির এই গানটি আমার মতো অসংখ্য শ্রোতার হৃদয় ছুঁয়ে যাবে -এটা বলা যায় নির্দ্বিধায়। তারপরের গানগুলো -বসন্তে কি শুধু ফোঁটা ফুলে, পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে,তুমি কেমন করে গান করো হে গুনী, সমুখে শান্তির পারাবার । এক সময় গান শেষ হয়ে গেলেও তার রেশ রয়ে যায় শ্রোতার শ্রবনে আর প্রাণের গভীরে ।

ভবিষ্যতই বিচার করবে নাহিদ কবির কাকলি শিল্পি হিসেবে কতটা ব্যর্থ বা সার্থক । কিন্তু কাকলি তার প্রথম প্রকাশিত সিডির সংযোজিত গানগুলোতে সংগীত অনুরাগীদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের গানের মূল শক্তিটিতে। সেটা আর কিছূ নয় । গানের কথাকে নিজের ভেতর আত্মস্থ করে সুরের মাধ্যমে অনুরাগী শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেয়া । আর সেই কঠিন কাজটি কাকলি করেছেন তার মেধা, নিষ্ঠা আর অসামান্য সংগীতপ্রেম দিয়ে । আশা করি , বাংলার গান - বাঙালীর গান সমৃদ্ধ হবে আরেক প্রতিভাময়ী শিল্পিকে পেয়ে ।

।। মার্চ ২১,২০০৮ । নায়েগ্রা ফলস, কানাডা ।।